রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**সোমবার, জুন ৬, ২০২২**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.১৫১–জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিককে হারালো।

২। জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩০ মে ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব



**মূল্য :** টাকা ৪.০০

## মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ / ৩০ মে ২০২২

জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ১৯৩৪ সালে বরিশাল জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালে ঢাকা কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন।

জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরী চল্লিশের দশকে 'কংগ্রেস হিতৈষী' পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি লাভ করেন। 'দৈনিক ইনসাফ' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। সাংবাদিক হিসাবে সুদীর্ঘ প্রায় সাত দশকের বেশি সময় তিনি মেধা, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মুক্তচিন্তা এবং প্রগতিশীল মূল্যবোধে বিশ্বাসী গাফ্‌ফার চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সোচ্চার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন তিনি। জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরী বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহে সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে নিয়মিত কলাম লিখতেন যা উল্লেখযোগ্য পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরীর তরুণ বয়সে রচিত অমর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' মহান একুশের প্রভাত ফেরির গান হিসাবে অবিস্মরণীয় এই গানটি প্রতিটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আবেগের সঙ্গে মিশে রয়েছে। এই গানটি বাংলা একাডেমি কর্তৃক 'সূচনা সঙ্গীত' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি সৃজনশীল লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কৃষ্ণপক্ষ', 'সুন্দর হে সুন্দর', 'নাম না জানা ভোর', 'আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী' 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'-এর মতো ৩৫টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' শিরোনামের একটি চলচ্চিত্রও প্রযোজনা করেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার ও বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রভৃতি। সাহিত্য ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত হন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ছিলেন সদালাপী, পরমতসহিষ্ণু, মুক্তচিন্তা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী একজন উদারনৈতিক মানুষ। তাঁর জীবনচেতনা ও কর্মে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর জন্য জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরী ।

জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিককে হারালো।

মন্ত্রিসভা জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd